

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : [www.jagarandaily.com](http://www.jagarandaily.com)

JAGARAN ■ 6 April, 2023 ■ আগরতলা ৬ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা



## রবীন্দ্র ভবনের এসি মেশিনে

আগুন, অল্পতে রক্ষা নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন। এদিন বিকালে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। জানা যায় রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ভবনের দ্বিতীয় তল্লাহ এসি মেশিনে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

## বিশালগড়ে দুর্ভুক্তির হামলায় আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। দুর্ভুক্তি হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক। বিশালগড় দমকল কর্মীরা আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই ঘটনায় বিশালগড় থানাধীন খনিয়ামারা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

# আদানি ইস্যুতে বিরোধীদের তুমুল হট্টগোলে পদ্ম লোকসভার অধিবেশন

## ডিজিটাল মাধ্যমে কাজ হল রাজ্যসভায়

নয়া দিল্লি, ৫ এপ্রিল (হি.স.)। আদানি ইস্যুতে জেপিপি সদস্যদের দাবিতে বিরোধীদের হট্টগোলে পদ্ম হয়ে গেল সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার কাজকর্ম। বৃহস্পতিবেলা এগারোটা নাগাদ শুরু হয় লোকসভার অধিবেশন, এদিন শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে উত্তাল হয় লোকসভা। তাই দুপুর দুটো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মূলতু বিক্রেত দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ডিজিটাল মাধ্যমে এদিন সভার কাজ হল রাজ্যসভায়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় ডিজিটাল মাধ্যমে এদিন সভার কাজ পরিচালনা করেন, যা নিজের সৃষ্টি করল। এদিকে, নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে এদিন সকালেও নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসেন সমমনাভাবাপন্ন বিরোধীরা। আবার সংসদের কাজকর্ম ঠিকভাবে না হওয়ায় এদিনই ফোন্ট উগরে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।

সংসদের কাজে বিঘ্ন ঘটানোর কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা জ্যোতিরাডিত্য সিঙ্ঘিয়া। মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এমনটা করছে তাঁরা। বৃহস্পতি সকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাডিত্য সিঙ্ঘিয়া

গান্ধীকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, এমনটা প্রথমবার নয় যে কাণ্ড সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেছেন, সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে যেভাবে হেঁচকি করা হচ্ছে তা লঙ্কাজনক।

# ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দাবিতে হাইকোর্টে আবেদন তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। ত্রিপুরার হাইকোর্ট ভিলেজ কমিটিতে নির্বাচন চেয়ে তিপ্রা মথার আবেদন গ্রহণ করেছে। ভিলেজ কমিটিতে মোট ২০২১ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কোনও প্রচেষ্টা করেনি।

প্রয়াত নাট্যশিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। প্রয়াত তরুণ নাট্য শিল্পী উত্তম চক্রবর্তীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আজ রবীন্দ্র ভবনে শামিল হয়েছিলেন রাজ্যের সংস্কৃতি জগতের বহু মানুষ। আজই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

## গত বছর পরিকাঠামো উন্নয়নে কৃষি দপ্তরের ব্যয় হয়েছে ২৬৫ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পর নিজ নিজ দায়িত্ব পোষে পর্যালোচনার বৈঠকে বসছেন মন্ত্রীগণ। খোঁজখবর নিচ্ছেন নিজ দপ্তরের হাল হালিকাত। বৃহস্পতি আগরতলা মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

## ব্যাটারি চালিত রিক্সা উল্টে গুরুতর আহত দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। মারুতি অল্টো গাড়ি ও ব্যাটারি চালিত রিক্সার মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই মহিলা। বৃহস্পতি রাজধানী আগরতলায় দুর্ঘটা ঘটনায় দুই মহিলা আহত হয়েছেন।

## প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হবে : মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরে শূন্যপদপূরণ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। দফায় দফায় পদগুলি পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মন্ত্রী শ্রী দাস আরও জানিয়েছেন এই পদ পূরণের জন্য অর্থ দপ্তর এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

## ই-প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়নে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা ত্রিপুরা : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এবং ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রকৌশল সচিবালয় (ডাঃ) মানিক সাহাও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মাকে ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## ইএসআইসি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। ত্রিপুরায় ইএসআইসি হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ত্রিপুরার শ্রম মন্ত্রী টিংকু রায়কে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। ত্রিপুরার শ্রম মন্ত্রী দিল্লি সফরে আজ কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে ওই আশ্বাস পেরিয়েছেন।

## ই-প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়নে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা ত্রিপুরা : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এবং ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রকৌশল সচিবালয় (ডাঃ) মানিক সাহাও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মাকে ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## আইকোর চিটফান্ড মামলায় রাজ্যে এল সিবিআই টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। আইকোর চিটফান্ড মামলার তদন্তে রাজ্যে অবস্থান করছে সিবিআই এর একটি টিম। বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই।

## বাইক চোর আটক উদ্ধার চারটি বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। ক্যাম্পের বাজার গজারিয়া এলাকার বাসিন্দা টুন দাসকে সন্দেহজনক আটক করেছে পুলিশ।

## আইজিএম হাসপাতালে সাত মাসের শিশুর মৃত্যু, চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। আইজিএম হাসপাতালে চিকিত্সা গাফিলতির কারণে সাত মাসের শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছে, এমনই অভিযোগ তুলে শিশুটির পরিবারের সদস্যরা হেঁচকি করেছেন।

## হনুমান জয়ন্তীতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৫ এপ্রিল (হি.স.)। হনুমান জয়ন্তী নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

## গাঁজা সহ দুই পাচারকারী আটক, কৃতিত্ব নিয়ে ই-রিক্সা চালক ও পুলিশের মধ্যে টানাটানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। গাঁজা সহ দুই যুবক ধরা পড়েছে। তাদের কাছ থেকে ২৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

## ই-প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়নে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা ত্রিপুরা : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এবং ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রকৌশল সচিবালয় (ডাঃ) মানিক সাহাও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মাকে ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।



**জাগরণ** আগরতলা ০ বর্ষ-৬৯ ০ সংখ্যা ১৭৫ ০ ৬ এপ্রিল ২০২৩ ইং ০ ২২ টৈত্র বৃহস্পতিবার ০ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

## ‘নেতাদের জন্য আলাদা নিয়ম নয়’

আইনসের সকলের জন্য সমান তাহা আবারও প্রমাণ করিল সুপ্রিম কোর্ট। বিরোধী দলগুলি শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিরোধীদের নেতাদের সিবিআই কিংবা এডির দ্বারা গৃহীত মামলা গুলি প্রত্যাহার করিয়া নিবার আবেদন জানাইয়াছিল। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত এই আবেদার মানিয়া নেয় নাই। উপরন্তু মামলা খারিজ করিয়া সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছে নেতাদের জন্য আলাদা নিয়ম করা যাইবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত সত্যিকার অর্থেই দেশের জনগণের কাছে এক নতুন বার্তা বহিয়ে নিয়ায়া আসিয়াছে। আইন আদালত ব্যাধার হইতে দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের কাছেই সমান। সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের সিদ্ধান্ত দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করিয়াছে।

সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মতো কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের কঠরোহে অপব্যবহার করা হইতেছে। এমনই অভিযোগ করিয়া সুপ্রিম কোর্টের রায় হইয়াছিল ১৪টি বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দল। দোঁখ আবেদনে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা চাহিয়াছিল তাহারা। সেই মামলাগুলি খারিজ করিয়া দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানাইয়ায়ে দিল, রাজনীতিবিদদের জন্য আলাদা করিয়া আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। যদি নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকে, সেটা আলাদা করিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৪ বিরোধী দলকে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়াছে কংগ্রেস। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, আরজেডি, বিআরএস-সহ বিজেপি বিরোধী প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ দল। প্রধান বিচারপতির ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চে সেই আবেদনের শুনানি ছিল। বেঞ্চের অপর দুই সদস্য বিচারপতি ছিলেন পি এন নরসিমাএবং বিচারপতি জে বি পার্দিওয়াল। গত ২৪ মার্চ আবেদনের দ্রুত শুনানির অনুরোধ করিয়া সিনিয়র আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংহি বলিয়াছিলেন, ২০১৪ সাল থেকে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে সিবিআই-ইডি তদন্ত করিতেছে, তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই বিরোধী দলের। এটা স্পষ্টত বিরোধীদের কঠরোহে। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল, তাহারা কোনও তদন্ত প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করিতে চান না। কিন্তু যেভাবে গণস্বতন্ত্রের কঠরোহ করা হইতেছে সেটা নিয়াও আদালতের কিছু করা উচিত। অন্তত নেতাদের প্রোগ্রাম নিয়া নতুন গাইডলাইন দিয়া দেওয়া হোক। কিন্তু সেই আবেদন গ্রহণ করিল না শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানাইয়া দিল, রাজনীতিবিদদের জন্য আলাদা আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। তবে নির্দিষ্ট কোনও মামলা বা ক্ষেত্রে অভিযোগ থাকিলে, সেটা আদালতের বিচারধীন হইতে পারে। শীর্ষ আদালত মামলা গ্রহণ করিতে না চাওয়ায় সম্মিলিত বিরোধী শিবির নিজেদের আরজি প্রত্যাহার করিয়াছেন।

## দেশে ১৭টি রেলওয়ে জোন কার্যকর, লোকসভায় জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষণ

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল (হিস.): ভারতে মোট ১৭টি রেলওয়ে জোন কার্যকরী রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা মেট্রোও। বুধবার লোকসভায় জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষণ। একটি লিখিত বার্তায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষণ জানিয়েছেন, এই রেলওয়ে জোনগুলি নিরাপদ, দক্ষ, আর্থিকভাবে কার্যকর, গ্রাহককেন্দ্রিক এবং পরিশে-বান্ধব সমন্বিত পরিবহন সমাধান প্রদানের জন্য সর্বোত্তম স্তরে কাজ করছে।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এদিন লোকসভায় জানানো হয়, দেশের ৬ লক্ষ ৫ হাজারেরও বেশি গ্রামে মোবাইল সংযোগ রয়েছে। একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী, দেবুসিংহ চৌহান জানিয়েছেন, টেলিকম পরিষেবা সরবরাহকারী (টিএসপি), টেলিকম বিভাগ এবং রাজ্য সরকারগুলি পরায়ক্রমে দেশের অনাবৃত গ্রামে টেলিকম সংযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিচ্ছে।

## কুনো ন্যাশনাল পার্কের বাইরে চারদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতা ওভান

ভোপাল, ৫ এপ্রিল(হিস.): নামিবিয়া থেকে আনা আটটি চিতার মধ্যে ওভান নামের একটি চিতা গত চার দিন ধরে কুনো জাতীয় উদ্যানের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুধবার সকালে একটি শিকার করে। একই রাতে কুনো ছেড়ে গরু শিকারে যান। এরপর থেকে কোনো বনা প্রাণী শিকার করেননি। বন দফতরের কর্তারা বলছেন, তখন থেকেই চিতা ক্ষুধার্ত ছিল। বর্তমানে শিবপুরীর জঙ্গল সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় ওভানের অবস্থান পাওয়া গেছে।

শনিবার রাতে কুনো ছাড়ার পর চিতা ওভানকে প্রথম রবিবার বিজয়পুর এলাকার কাড়-বরোদা, পার্বতী-বরোদা গ্রামেও আশেপাশে হাঁটতে দেখা যায়। মঙ্গলবার দিনভর বিজয়পুরের আগ্রা এলাকার নাহাদ শীলপুরা এলাকায় থাকার পর সন্ধ্যায় ফিরে আসেন আগ্রা ফরেস্ট রেঞ্জের জঙ্গলে। তবে তিনি এখনও কুনোর রিজার্ভ জোনে পৌঁছাননি।

বন দফতর সূত্রে খবর, শিবপুরী বন সংলগ্ন পোহরি এলাকার সুমেদ বাইচাই গ্রাম থেকে অল্প দূরে চিতার অবস্থান পাওয়া গেছে। বুধবার তিনি এখানে একটি চিক্কারা শিকার করেন। বন দফতরের টিম তার উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। বনকর্মীরা চিতার গলার সাথে লাগানো রেডিও কলার দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় এর অবস্থান সনাক্ত করছেন, যাতে এটি কোনও ধরনের সমস্যায় পড়ে না কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।

## হনুমান জয়ন্তী নিয়ে রাজ্যগুলিকে আগাম পরামর্শ জারি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ এপ্রিল(হিস.): বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আসন্ন হনুমান জয়ন্তীতে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে একটি পরামর্শ জারি করেছে। এতে রাজ্যগুলিকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পালিত হনুমান জয়ন্তীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, হনুমান জয়ন্তীর প্রস্তুতি নিয়ে সমস্ত রাজ্যকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারগুলিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে, উৎসবের শান্তিপূর্ণ পালন এবং সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে যে কোনও কারণের উপর নজরদারি করতে উত্থাহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে রাম নবমী উ পলক্ষে বিহার, বাংলা ও মহারাষ্ট্র সহ কয়েকটি রাজ্য হিংসার ঘটনা ঘটেছিল।

# মুঘল ইতিহাস গর্বের নয়, পড়ানো হোক ভারতের গৌরবময় ইতিহাস

আপনার বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রের উপর সম্পাদকীয় বিভাগে আমি আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে চাই। যদি মন্ত্রণের উপযুক্ত মনে করেন তাহলে প্রকাশ করার অনুরোধ রইল।

সম্প্রতি সিলেবাস থেকে মুঘল ইতিহাস বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দ্বাদশ শ্রেণিতে ইতিহাসে আর পড়তে হবে না মুঘল সাম্রাজ্য। ইতিহাস বই থেকে গোটা অধ্যায় বাদ দিয়েছে এনসিইআরটি। অর্থাৎ দেশের যে সমস্ত স্কুলে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-র বই পড়ানো হয়, সেখানে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ পড়বে মুঘল সাম্রাজ্যের অধ্যায়। প্রথমেই এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।

ভারতের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইতিহাস একটি খুবই বিকৃত করা হয় তখন সমগ্র জাতি ধ্বংসের পথে যায়। আবার উল্টো দিক দিয়ে বলা যায় কোন জাতিতে যদি ধ্বংস করতে হয় বা তার অতীতের গৌরবগাথাকে ভুলিয়ে দিতে হয় তাহলে তার ইতিহাস বিকৃত করাই যথেষ্ট। আর এটাই চলে আসছে বহু বছর ধরে। আর তাইতো মুঘল ইতিহাস সিলেবাস থেকে বাদ হওয়ার পরেই প্রতিবাদ শুরু করেছেন একাংশ।

যারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন তাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, মুঘল ইতিহাস কী ভারতের কাছের গর্বের ? প্রায় ৮০০ বছর ধরে যারা আমাদের

পদদলিত করে এসেছে, আমাদেরই দেশে এসে আমাদের দেশের জনগণকে ক্রীতদাস বানিয়েছে, মা-বোনাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের ইতিহাস কি করে গর্বের হতে পারে ? ভারতের প্রাচীন গৌরব ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করার যে কৌশল ইংরেজরা নিয়েছিল, তারই ফাঁদে পরে আজও অনেকে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন।

দেড়শো বছর ধরে যে ভুল ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে তার প্রথমেই আমাদের পড়ানো হয়েছিল আর্ঘ নামে এক জাতি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এখন জানা গেছে যে আর্ঘ কোন জাতি ছিল না, আর্ঘ একটি সংস্কৃতির নাম। আর্ঘরা বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষে আক্রমণ করেনি। কিন্তু এখনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী বা ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে ধারণা পরিবর্তন করতে পারেনি। ইতিহাসের বইতেও এখনো আর্ঘ আক্রমণের কল্পিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আবার অপরদিকে বহিরাগত আক্রমণকারী মুঘল ইংরেজদের কাহিনী এমনভাবে লিপিবদ্ধ যেন তা আমাদের কাছে খুব গৌরবের। আর্ঘরা বহিরাগত না হলেও মুসলমান আক্রমণকারী ও ইংরেজরা যে বহিরাগত তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই বহিরাগতদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যই রচিত হয়েছিল আর্ঘ আক্রমণ তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেকলেবর বক্তৃতা এবং ম্যানুয়ালের লিখিত পত্রই

দাও অথবা মৃত্যু বেছে নাও। যে কোন ইসলাম শাসিত রাজ্যে যে কোন অমুসলমানকে এই তিনটির মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে হত।

কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বইয়ের এই অংশ বাদ দিয়ে দেওয়ার। কারণ এই অংশ যদি মানুষ পড়ে ফেলে তাহলে তো মুঘলদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা চলে যাবে। এভাবেই বহু ঐতিহাসিকের বই থেকে, লেখা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি। পরিবর্তে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বিকৃত ইতিহাস। আর বর্তমানে সঙ্কুচিত প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আজ যদি ইতিহাসে শিবাজী, রানা প্রতাপ, নেতাজী, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামের ওতো বিরাদের বীরত্ব গাথাব কাহিনী পড়ানো হয় তাহলে তা আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা না করে এই সব মনীষীরা যাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন দেশের প্রতি সন্মান বাড়তে, গর্বনিভব করায়। আজ যদি ইতিহাসে শিবাজী, রানা প্রতাপ, নেতাজী, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামের ওতো বিরাদের বীরত্ব গাথাব কাহিনী পড়ানো হয় তাহলে তা আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা না করে এই সব মনীষীরা যাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন দেশের প্রতি সন্মান বাড়তে, গর্বনিভব করায়। আজ যদি ইতিহাসে শিবাজী, রানা প্রতাপ, নেতাজী, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামের ওতো বিরাদের বীরত্ব গাথাব কাহিনী পড়ানো হয় তাহলে তা আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা না করে এই সব মনীষীরা যাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন দেশের প্রতি সন্মান বাড়তে, গর্বনিভব করায়। আজ যদি ইতিহাসে শিবাজী, রানা প্রতাপ, নেতাজী, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামের ওতো বিরাদের বীরত্ব গাথাব কাহিনী পড়ানো হয় তাহলে তা আমাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা না করে এই সব মনীষীরা যাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন দেশের প্রতি সন্মান বাড়তে, গর্বনিভব করায়।

# মুক্তিযুদ্ধে চারশিল্পীদের অজানা ইতিহাস

‘স্বাধীনতা’ এই প্রাকার্ড নিয়ে কবি সুফিয়া কামাল ও শিল্পচার্য জননুল আবেদিনের নেতৃত্বে চারঃ ও কারশিল্পী সংগ্রাম পরিষদের মিছিল, ২৪ মার্চের প্রথম আলোর ‘অন্য আলোয়’ অগ্রগণ্য গবেষক সৈয়দ আজিজুল হকের ‘মুক্তিযুদ্ধে চারশিল্পীরা’ শিরোনামের নিবন্ধটির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ, অন্যথায় এসব তথ্য হয়তো কালের গর্ভে হারিয়ে যেত। তাঁর লেখাটির পর একই বিষয়ে আমার এ লেখার উদ্দেশ্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের চারশিল্পীদের আরও কিছু বিবয়ের ওপর আলোকপাত করা, অনেকের কাছেই যা এখন অজানা।

আবুল মনসুর শিল্পীদের মিছিল ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে আমাদের শিক্ষক ও ছাত্ররা ছাড়া বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শিল্পীরাও যুক্ত হয়েছিলেন এটিও স্মরণ করা দরকার। শিল্পী কামরুল হাসান ও মুক্তাফ মনোয়ারের কথা বলাই হয়েছে। এক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারির ওপর যেসব বৃহৎ আকারের সচित्रে ব্যানার টানানো হতো, সেগুলো আঁকা হতো আমাদের হোস্টেলে। আমরা বড়দের রং-ভুলি এগিয়ে দেওয়ার কাজ আর কঁপির আগায় তুলনা বেঁধে গুঁড়া রং গুলিয়ে সারা রাত পোস্টার লিখতাম। পোস্টারে রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়া কবিতার লাইনও তখন জনপ্রিয় ছিল। আমার কিছুটা স্মৃতিভ্রষ্টাঙ্কন ছিল বলে এগুলো নির্বাচনের দায়িত্ব পড়ত আমার ঘাড়ে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দের জনপ্রিয় কবিতা তো ছিলই, আমি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েই মুখোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, এমনি কি তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের কবিতা থেকেও পঙ্কি যোগ করি পোস্টারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে প্রতিদিন পড়ার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়; পোস্টার, ফেস্টুন, কার্টুন, ব্যানারসম্বন্ধিত মিছিল নিয়ে আমরা সমাবেশস্থলে হাজির হলে সারা কলেজে নানা রকম অনুষ্ঠানের ফেটে পড়ত।

গেছেন, হোস্টেলে আছি আমরা জনা দশকে ছাত্র আর কর্মচারী। বাড়ি থেকে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২৪ তারিখে আমার সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু শাহনেওয়াজের কাছে রুমের চাবি বেখে বিদায় নিলাম, আমি অল্প দিনেই ফিরে আসব। তখন দুঃস্বপ্নেও জানি না, বন্ধু শাহনেওয়াজ এবং অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আর জীবনে দেখা হবে না। আর মাত্র এক দিনের হেরফেরে আমরা অক্ষরদ্ধ একই পরিণতি হতে পারত। আমাদের হোস্টেল সুপার শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরী বাড়িতে গেছেন। তাঁর সঙ্গে থাকতে ন পরিজনহীন অকৃতদার শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। ২৬ মার্চ সেনা দল যখন হোস্টেলে প্রবেশ করে, উর্দুজ্ঞান আর প্রাইড অব পারফরম্যান্স পদক দেবিয়ে কীভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, তা অনেকেরই জানা। সেনাদের হানাদ আমরা বন্ধু শাহনেওয়াজ নিহত হয়, নজরুল ইসলাম গুলি খেয়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। বর্তমানে প্রয়াত নজরুল একসময় কার্টুনিষ্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।



শেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই। কথা ছিল ব্যানারটি মিছিলের অগ্রভাগে বহন করবে মেয়েরা, কিন্তু বাতাসের বিপরীতে এত বড় ব্যানার টানতে মেয়েরা প্রায় উল্টে পড়ার অবস্থা। শেষে চারজন ছেলে গলদঘর্ম হয়ে ব্যানারটি কোনোমতে টেনে নিয়ে গেলেন। এ সময় হোস্টেলবাসী ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিলেন, হোস্টেলের ছাদ থেকে একতলা পর্যন্ত প্রস্থের বৃহত্তম ব্যানার বোলানো হবে, এর কথাও রচনার ভার পড়ল আমার ওপর। আমার রচিত ‘স্বাধীনতা আমার স্বপ্ন, একা আমার শক্তি, মুক্তি আমার লক্ষ্য’ কথাটি একটি লাল কাপড়ে লিখে বোলানো হলো। ব্যানারে হোস্টেলের সম্মুখভাগ ঢেকে গেল। এই বাক্য বেশ কিছু কাগজ সে সময় হেঙলাইন হিসেবে ব্যবহার করতেন।

নিয়েছিলেন বলে জানি। চট্টগ্রামে আমরা ভাই আবুল মোমেন এবং আমি অন্য কয়েকজনের সঙ্গে দেশের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের নানা কাজকর্ম যুক্ত হই। মুজিবনগর থেকে আসা জয়বাংলা পত্রিকা গোপনে বিলি করা ছিল আমাদের একটি প্রধান কাজ। এ ছাড়া ট্রেনিং নিয়ে শহরে বোকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওশুধ, অর্থ ও অন্য টুকটাকী জিনিস সংগ্রহ করা। আমরা অক্ষরদ্ধ দেশে মুক্তি নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলাম, এতে আমরা একটি কার্টুন ছাপা হওয়ার কথা ছিল। ছাপার আগমুহূর্তে পরিজনহীন অকৃতদার শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। ২৬ মার্চ সেনা দল যখন হোস্টেলে প্রবেশ করে, উর্দুজ্ঞান আর প্রাইড অব পারফরম্যান্স পদক দেবিয়ে কীভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, তা অনেকেরই জানা। সেনাদের হানাদ আমরা বন্ধু শাহনেওয়াজ নিহত হয়, নজরুল ইসলাম গুলি খেয়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। বর্তমানে প্রয়াত নজরুল একসময় কার্টুনিষ্ট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল।

ঘটনার পরদিন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী নিজে গাড়ি চালিয়ে হোস্টেল থেকে কিবরিয়া স্যারকে উদ্ধার করে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছিলেন, এটিও ওই সময় বিরল সাহসিকতার একটি নিদর্শন। মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখসমরে যোদ্ধা হিসেবে আমরা শিল্পী শাহাবুদ্দিনের নাম শুনি, আবুল বারক আলভীর সাহসী ভূমিকার কথা জানি। তবে আরও অনেকেই নানাভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শাহাবুদ্দিনের সহপাঠী কে এম এ কাইয়ুম ঢাকা শহরের মধ্যে অস্ত্র পরিবহনের মতো বৃহিকপূর্ণ কাজ করেছেন। তখনকার ছাত্রদের মধ্যে আমার সহপাঠী আবদুর রাজ্জাক, আবদুল খালেক এবং নিচের শ্রেণির বনিজুল হক, মো. সিরাজুদ্দিন ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ

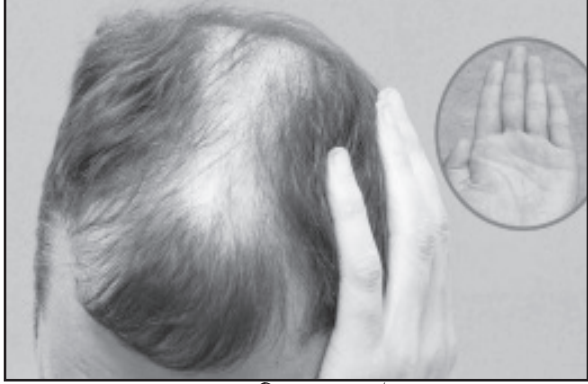
সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজনন দায়ী নন।



# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## এইরকম আঙুল থাকলেই টাক পড়ার সম্ভাবনা বেশী পুরুষদের

একরাশ ঘন কালো চুল কে না চায়! কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া; সব মিলিয়ে নারী পুরুষ সকলের মধ্যেই চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এদিকে, চুল ধরে যাওয়া, পাতলা হওয়া নারীদের জন্য যতটা কষ্টকর, পুরুষদের জন্যও ঠিক ততটাই হীনমন্যতার কারণ। এদিকে পরিবেশের মারাত্মক দূষণের কারণেও পুরুষদের মধ্যেও টাক পড়ে যাওয়ার প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমনকি, নির্দিষ্ট বয়সের আগেই চুল উঠে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছেন বহু পুরুষ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য জিনগত সমস্যাও টাক পড়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে, যে কারণেই মাথার চুল উঠে যাক না কেন গোটা বিশ্ব এখন পুরুষদের টাকের সমস্যা রোধে বহু গবেষণা শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা প্রতিশ্রুত মাথা কাঁকা হয়ে



যাওয়ার সমস্যার জন্য একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। কেন এটি ঘটে, এর কারণগুলি কী এবং কীভাবে এটি বন্ধ করা যায়; এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন গবেষকরা। তবে, আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন যে, পুরুষদের তর্জনী অনামিকা থেকে ছোট তাদের টাক হওয়ার সম্ভাবনা ছয়গুণ বেশি। ইতিমধ্যেই, তাইওয়ানের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন যে ডান হাতের অনামিকা আঙুলের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য

## বিপাকীয় ক্ষমতা বাড়তে কফি

বিপাক ক্ষমতা ঠিক থাকলে ওজন বাড়ার সম্ভাবনা কমে। শুধু ক্লাস্ট্রিকাটাতে নয়, বিপাক প্রক্রিয়াও উন্নত করতে কফি ভূমিকা রাখে। খাবার গ্রহণ করা থেকে শুরু করে হজম হওয়া, খাবার থেকে শক্তি বানিয়ে কোষে কোষে পৌঁছে যাওয়া- এরকম যাবতীয় কাজের সমন্বয় হল বিপাক প্রক্রিয়া। আর এই কাজের গতি থীর হলে নানান সমস্যা শুরু হয়। এক্ষেত্রে কফি উপকারী ভূমিকা রাখে বলে জানান, মার্কিন চিকিৎসক ও ক্লিনিক্যাল ফ্রিক্টিক সেন্টার ফর ফাংশনাল মেডিসিন'য়ের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক উইলিয়াম ডব্লিউ লি।



মাইন্ডবডিথিন ডটকম'য়ের সম্প্রচারিত একটি পডকাস্টের পার্বে তিনি, কফিকে উচ্চ শ্রেণীর বিপাক বর্ধনের দিক থেকে ক্লিনিক্যালি পরিচিত। এটা শক্তি ব্যবহার (ক্যালরি খরচ), থার্মোজেনিক ফাট বার্ন (লিপোলাইসিস) এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। তাই ওজন কমাতে চাইলে বিপাক বর্ধক সম্পূর্ণ কফি গ্রহণ উপকারী। বিপাক বাড়তে কফি পানের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কফি খেতে হবে। এতে কৃত্রিম স্বাদ বা চিনি যোগ করা যাবে না। মনে রাখা প্রয়োজন ডা. লি'য়ের মতে, কিছু খাবার বিপাক বাড়তে সহায়তা করে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিনি এক্ষেত্রে কফিকে বিপাক বর্ধক হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে, একেকজনের খাদ্যাভ্যাস এক এক রকম হওয়ার কারণে তিনি ব্যক্তিভেদে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করার দিকে গুরুত্ব দেন।

## সন্তানের এই নামগুলি রাখলে সে জীবনে অনেক উন্নতি করবে

শ্রেণিপায়ার তাঁর নাটকে বলেছিলেন, নামে কী আসে যায়? নামের ফারাক যাই হোক, দিনের শেষে আমরা মানুষ। কথাটি খানিকটা সত্যি হলেও তথ্য কিন্তু কিছুই আসে যায়। তাই একটি শিশুর জন্মের আগেই অনেক বাবা-মা তাঁদের নাম ঠিক করে ফেলেন। আজকাল অনেক অভিভাবকই নিজের সন্তানের জন্য বেছে নিচ্ছেন ট্রেডিং কোনও নাম। এমন নাম তারা বেছে নিচ্ছেন যা সহজে মনে রাখা যায় এবং উচ্চারণ করা যায়।



নামের অর্থ নির্ভিক ও সাহসী একজন ব্যক্তি যে খুব সহজেই বন্ধু বানাতে পারে। আপনি যদি চান আপনার পুত্র সাহসী হোক এবং সহজেই বন্ধু বানাতে পারুক, তাহলে তাঁর জন্য এই নামটি ভাবতে পারেন। ২। দেবশিখা: দেবশিখা নামটি ইউনিক হলেও বাঙালিদের মধ্যে এই নামটি প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায়। এই নামটিও মনে রাখা খুবই সহজ। ছেলেবেলা থেকেই নামে ডাকা ছাড়াও তাঁকে বাড়িতে দেব বলে ডাকতে পারেন। দেবশিখা নামের অর্থ হল ভগবানের আশীর্বাদ। সত্যিই তো, একটি শিশু ভগবানের আশীর্বাদ আপনি কি বাঙালি? সত্যি অতিভাবক হয়েছেন? একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের বাবা অথবা মা হয়েছেন? কিন্তু ছেলের নাম কী রাখবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না? চিন্তা করবেন না। আমরা এর সমাধান করতে পারি। আমরা আপনাকে কয়েকটি ট্রেডিং নামের পরামর্শ দিতে পারি। এই নামগুলি যেমন ট্রেডিং, তেমন সহজ এবং এগুলির মানেও খুবই সুন্দর। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। ১। অভিভায়: এই নামটি এখন বেশ ট্রেডিং আছে। অনেক নতুন বাবা-মাই ছেলের জন্য এই নামটি রাখা সহজ। এটি যেমন ট্রেডিং, তেমনই মনে রাখা সহজ। এই

নামের অর্থ নির্ভিক ও সাহসী একজন ব্যক্তি যে খুব সহজেই বন্ধু বানাতে পারে। আপনি যদি চান আপনার পুত্র সাহসী হোক এবং সহজেই বন্ধু বানাতে পারুক, তাহলে তাঁর জন্য এই নামটি ভাবতে পারেন। ২। দেবশিখা: দেবশিখা নামটি ইউনিক হলেও বাঙালিদের মধ্যে এই নামটি প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায়। এই নামটিও মনে রাখা খুবই সহজ। ছেলেবেলা থেকেই নামে ডাকা ছাড়াও তাঁকে বাড়িতে দেব বলে ডাকতে পারেন। দেবশিখা নামের অর্থ হল ভগবানের আশীর্বাদ। সত্যিই তো, একটি শিশু ভগবানের আশীর্বাদ আপনি কি বাঙালি? সত্যি অতিভাবক হয়েছেন? একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের বাবা অথবা মা হয়েছেন? কিন্তু ছেলের নাম কী রাখবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না? চিন্তা করবেন না। আমরা এর সমাধান করতে পারি। আমরা আপনাকে কয়েকটি ট্রেডিং নামের পরামর্শ দিতে পারি। এই নামগুলি যেমন ট্রেডিং, তেমন সহজ এবং এগুলির মানেও খুবই সুন্দর। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। ১। অভিভায়: এই নামটি এখন বেশ ট্রেডিং আছে। অনেক নতুন বাবা-মাই ছেলের জন্য এই নামটি রাখা সহজ। এটি যেমন ট্রেডিং, তেমনই মনে রাখা সহজ। এই

নামটিও যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বাঙালিদের মধ্যে। তবে এটি আজও ট্রেডিং। নতুন বাবা-মায়েরা ছেলের জন্য এই নামটিও ভাবছেন। এই নামের অর্থ সন্তুষ্ট, সন্তুষ্ট এবং আনন্দ। ৬। রত্নদীপা: বাঙালিদের মধ্যে রত্নদীপা নামটিও খুবই লক্ষ্য করা যায়। বাংলার এক অভিনেতা ও রাজনীতিবিদের নাম এটি। এই নামটি আসলে ভগবান শিবের আর এক নাম। আপনার যদি পুত্রজা অর্চনার দিকে মন থাকে তাহলে শিবের নামে ছেলের নাম রেখে দেখতে পারেন। ৭। শান্তনু: শান্তনু নামটি যেমন ছোট তেমনই অনন্য। সন্তানের জন্য এই নামটি অবশ্যই ভাবতে পারেন। এই নামের অর্থ শান্তিপূর্ণ অথবা যারা শান্তি ভালবাসে। ৮। সুরত: সুরত নামটি বাঙালি পরিবারে খুব প্রচলিত। কিন্তু এটি আজও ট্রেডিং একটি নাম। এই নামের অর্থ ধার্মিক ব্যক্তি এবং মনকে যিনি শান্ত রাখেন। এই ছিল কয়েকটি নাম যা আপনি আপনার সন্তানের জন্য রাখতে পারেন। এগুলি যেমন ট্রেডিং নাম, তেমনই অনন্য। তাই আপনি যদি চান আপনার সন্তানকে নতুন রকমের নাম দিতে, তাহলে এই নামগুলি ভেবে দেখতে পারেন।

## এই ৭টি টিপসের সাহায্যে ব্যক্তি মজবুত করতে পারবেন মহিলারা



আপনি কি হীনমন্যতা ভুগছেন? ক্ষুধা-কলেজ বা অফিস গেলে কি মনে হয় মানুষ আপনাকে নিয়েই আলোচনা করছে? নিজের উপর ভরসা রাখতে পারছেন না? আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য ঠিক মতো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না? মিশে না? পেরে দিন দিন নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন? জীবনে উন্নতির জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই প্রয়োজন। শুধু উন্নতির জন্যই নয়, যে কোনও অনৈতিক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে দরকার আত্মবিশ্বাস। কিন্তু অনেকের মধ্যে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস থাকে না। এর ফলে তাঁরা নানা সমস্যায় ভোগেন। জানা জিনিস না বলতে পারা, মানুষের সঙ্গে কথা না বলতে পারা ইত্যাদি। আত্মবিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিত্বকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করে। অনেক ক্ষেত্রে একজন মানুষ সুখী থাকেন কারণ তিনি আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাবে অনেক মানুষকেই প্রতিশ্রুত ভুগতে হয়। আপনিও যদি তাঁদের মধ্যে একজন হন, তাহলে এই প্রতিবেদনটি পড়ুন। আমরা আপনাকে জানাব আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার কয়েকটি সহজ উপায়। ১। পোশাক-পরিচ্ছদের উপর নজর দিন অনেকে এটি না মানতে চাইলেও বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের পোশাকের উপর। অর্থাৎ ভাল পোশাক পরলে আপনার আত্মবিশ্বাস নিজে থেকেই বৃদ্ধি পাবে অনেকটাই। নিজের উপর কাজ করুন। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীর-স্বাস্থ্যের দিকে খোয়াল রাখুন। দেখবেন, আত্মবিশ্বাস আসছে। ২। যোগাযোগের উপর জোর দিন একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হতে গেলে আপনাকে যোগাযোগের

উপর জোর দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে কীভাবে মিশছেন, কীভাবে কথা বলছেন, আপনার শরীরী ভাষা কী বলছে ইত্যাদি জিনিসের উপর নজর দিন। এতে শুধুমাত্র আপনার কথা বলার পদ্ধতির উন্নতিই হবে না, বরং আপনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসীও অনুভব করবেন। ৩। নিজের উপর ভরসা রাখুন আত্মবিশ্বাস আনতে গেলে আগে নিজের উপর ভরসা করতে হবে। নিজের উপর ভরসা না থাকলে আপনি কখনই অন্য মানুষটিকে ভরসা দিতে পারবেন না। অর্থাৎ আপনাকে তিনি একজন ভরসাময়ী মানুষ হিসেবে দেখবেন না। এছাড়াও নিজের উপর ভরসা না থাকলে আপনারও ভাল লাগবে না। তাই নিজের উপর ভরসা করা জরুরি। সব সময় অন্যের কথায় পাত্তা না দিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের সম্মান করুন। ৪। ভুল থেকে ভয় পাবেন না আমরা অনেকেই ভুল করা থেকে ভয় পাই। আমাদের মনে হতে থাকে যেন একটি ভুল করলেই সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং ভুল না করলে আপনি শিখবেন না। শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল ভুল করা এবং ভুল থেকে শেখা। নিজের ভুল থেকে শিখতে পারলে তবেই আপনি আরও আত্মবিশ্বাসী মানুষ হয়ে উঠবেন। ৫। অন্যদের থেকে আলাদা হন অনেক সময়েই আমরা কোনও আত্মবিশ্বাসী মানুষ দেখলে তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের মনে হয় যেন তাঁদের মতো হলে আসলে আমাদের সবাই পাত্তা দেবে। কিন্তু বাস্তবে আপনি যদি আলাদা না হন বা নিজের সত্ত্ব ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে আপনাকে কেউ গ্রহণ করবে না। এর চেয়ে নিজের উপর জোর

দিলে আপনিও আলাদাভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন। ৬। ভয়কে জয় করুন ভয় মনে একটা জিনিস যা আমাদের অনেক কিছু করা থেকে আটকে দেয়। আমরা ভাবি এই কাজটি করতে গিয়ে কোনও ভুল করলে বা কেউ সমালোচনা করলে কী হবে? এর ফলে আমরা ভিতরে ভিতরে গুমড়ে মরি। তাই ভয়কে জয় করতে হবে। নিজের মনের কথা বলতে পারবেন না। তাহলেই দেখবেন আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন। ৭। অন্যের কথায় পাত্তা দেবেন না অনেকে অনেকে কথাই বলে বেড়ায়। কেউ কেউ ঈর্ষার বাশে, কেউ বা আপনাকে ছোট দেখিয়ে নিজের মাপ খাতিয়ে নেয়। এদের কথাকে একেবারেই পাত্তা না দিয়ে নিজের মতো এগিয়ে যান।

## বাঁধাকপির বড়া

অল্প উপকরণে কম সময়ে সৌখিন রন্ধনশিল্পী সায়ামা সিদ্দিকার রেসিপিতে তৈরি করে নিতে পারেন মজাদার বড়া। উপকরণ: বাঁধাকপি ২৫০ মি.লি. কাপে ৪ কাপ। ছোট চিড়ি মাছ ২৫০ মি.লি. কাপে ১ কাপ। ময়দা বা বেসন ২৫০ মি.লি. কাপে ১ কাপ। মাঝারি ২টি পেঁয়াজ কুচি। কাঁচামরিচ বা শুকনা মরিচ ১টি। লুচি ২-৩টি, চাট মসলা ১ চা-চামচ। কৃষ্ণ পরিমাণ মতো। ভাজার জন্য তেল। পদ্ধতি: বাঁধাকপি খুঁয়ে কুচি করে রাখুন। চিড়ির মাথা ফেলে পরিষ্কার করে নিন। এরপর সবগুলো উপকরণ মাথিয়ে সামান্য একটু পানি দিয়ে মিশ্রণটি তৈরি করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে ডুবো তেলের বড়ার আকারে সোনালি রং করে ভেজে নিন। ইচ্ছাক্রমে সস বা চাটনির সাথে গরম গরম

পরিবেশন করুন মজাদার এই বড়া। উপকারিতা বাঁধাকপিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও সোডিয়াম; যা হাড়কে মজবুত রাখতে সাহায্য করে। আরও রয়েছে খাদ্যাংশ বা ফাইবার যা কোনো ক্যালরি ছাড়াই পেট ভরতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যারা ওজন কমাতে চান তাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বাঁধাকপি রাখতে পারেন। বাঁধাকপিতে আছে ভিটামিন সি এবং শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা দেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আলসার প্রতিরোধে বিশেষভাবে সহায়ক। হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এছাড়া বুক জ্বালা-পোড়া, পেট ফাঁপা ইত্যাদি সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

## ভেষজ জলের উপকারিতা

জল পান উপকারী। আর এই উপকার আরও বাড়ানো যায় ভেষজ পানির মাধ্যমে। স্বাস্থ্যকর বার্বকা, হজম ক্রিয়া উন্নত করা, মূত্রসঞ্চার জটিলতা কমানো ইত্যাদি নানান স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত জল পান প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্যা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব মেডিসিন' অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর দৈনিক ২.৭ লিটার এবং পুরুষের ৩.৭ লিটার জল পান করা প্রয়োজন। তবে উষ্ণ অঞ্চলে বাস করলে বা ব্যায়াম করলে এর মাত্রা আরও বাড়ানো উচিত।



মাধ্যমে স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়তি গুণাগুণও লাভ করা যায়। ভেষজ পানীয় যেভাবে উপকারী ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, যুক্তরাষ্ট্রের চার্লসটন ভিত্তিক নিরবিক পুষ্টিবিদ লরেন মানাকার বলেন, "ভেষজ উপাদান কেবল খাবার বা জলের স্বাদ বাড়ায় না; এতে থাকা নানান পুষ্টি উপাদান স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।" একই প্রতিবেদনে নিউ ইয়র্ক'য়ের ভেষজবিদ ইজা ভান্ডেল বলেন, "ভেষজ প্রতিকার যেমন ভেষজ পানীয় মানসিক জটিলতা, উদ্বেগ ও হতাশা কমাতে সহায়তা করে।" তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন, অনেক ভেষজে রয়েছে জ্ঞানীয় কার্যকারিতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি এমনকি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও মানসিক দক্ষতা বাড়ানোর মতো ক্ষমতা। পানিতে মেশানোর জন্য উপকারী ভেষজ বাজারে সহজলভ্য এমন অনেক ভেষজ উপাদান দিয়েই পানির স্বাদ বাড়ানো যায়। পাশাপাশি উপকারও মিলবে। মানাকারের মতে, "পার্সলে লুটেইনের ভালো উৎস; যা একটি ক্যারোটিনয়েড-চোখ ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। তাজা এছাড়া তুলসি পাতা ভিটামিন এ সমৃদ্ধ; যা হৃৎকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে।"

ভান্ডেল বলেন, "তুলসি পাতা কার্টিসোলের হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে এটা।" "রোজমেরি রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে পারে। এটা জ্ঞানীয় দক্ষতা বাড়াতে ও মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা উন্নত করতে সহায়তা করে।" এছাড়াও, তাজা হলুদ রয়েছে প্রদাহনাশক ক্ষমতা এবং আদাতে রয়েছে হজমশক্তি বৃদ্ধির গুণাগুণ। পানিতে এসব উপাদান মিশিয়ে পান করা উচিত জ্ঞানীয় উপকারী। ভেষজ উপাদান দিয়ে উপকারী পানি তৈরির পদ্ধতি এই সম্পর্কে ভান্ডেল বলেন, "এসব পাতা ও মূল গরম পানিতে পাঁচ থেকে সাত মিনিটে ডুবিয়ে রাখতে হবে। চাইলে এটা কুসুম গরম অবস্থায় পান করা যায়। অথবা রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে পান করা যায়।" অথবা ২৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা পানিতে পান করলেও হয়। উপকারী মিশ্র-আপা ও হলুদ একসঙ্গে দেহের প্রদাহ কমায় এবং আর্থ্রাইটিস ও রক্তচক্রের ব্যথা উপশমে সহায়তা করে। ল্যাভেণ্ডার ও ক্যামোমাইল শক্তিশালী যৌগ যা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমিয়ে আরাম প্রদানে সহায়তা করে। পুদিনা ও জিরা একসঙ্গে হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে। পেটের সমস্যা কমাতে সহায়তা করে।

## যখন তখন পেট জ্বালা? বড় কোনও রোগের লক্ষণ নয় তো

খুব 'কমন' সমস্যা পেটে জ্বালা। 'পেনরিলিভার' বা 'পেনকিলার'ওলি পরিচিত নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস নামে (এনএসএআইডিএস)। এগুলির অতি-মাত্রায় সেবনে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস এবং ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। নিয়মিত খাবার, তাঁদের পেটের সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। বয়স বেড়ে যাওয়া; বয়স্ক ব্যক্তিদের গ্যাস্ট্রাইটিস হওয়ার বর্ধিত আশঙ্কা থাকে। কারণ তাঁদের 'স্টামাক লাইনিং' বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়। তাছাড়াও এঁদের হেলিকোব্যাক্টর তেল-মশলাপার খাবার অর্জনে হওয়ার সম্ভাবনা অল্পবয়স্কদের তুলনায় বেশি হয়। অতিরিক্ত মদ্যপান : অ্যালকোহল সেবনে 'স্টামাক লাইনিং' ক্ষয়ে যায়। ফলে পেট

বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলির প্রতি অতি-সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত মদ্যপানে অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তীব্র মানসিক চাপ : কোনও অস্ত্রোপচার বা চোট-আঘাত বা অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিংবা কোনও বড় ধরনের সংক্রমণের পর প্রচণ্ড মানসিক এবং শারীরিক চাপ তৈরি হয়। তার থেকেও অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস ও পেট জ্বালা হয়। পরিব্রাজ্য পেতে কিছু নিয়ম মেনে চলুন। যেমন— ১) 'ট্রিগার' ফুড যেমন ক্যাফিন, অ্যালকোহল, অস্ত্রোপচার খাবার বর্জন করুন। ধূমপান থেকেও দূরে থাকুন। ২) টকজাতীয় খাবার কম খান। ৩) রাতে বেশি দেহের খাবার খাবেন না। খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়া ঠিক

নয়। ৪) নিয়মিত ব্যবধানে অল্প অল্প খান। একেবারে বেশি খেয়ে ফেলবেন না ৫) মানসিক চাপ, অবসাদ যতটা সম্ভব কম করুন। ৬) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ৭) বেশি করে জল খান। ৮) খুব কষ্ট হলে, নিরাময় পেতে লাইম সোডা খেতে পারেন। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শমতো কোনও লিকুইড অ্যান্টাসিড বা ট্যাবলেট অ্যান্টাসিডও চলতে পারে। ডাক্তারের দ্বারস্থ কখন যদি পেট জ্বালার সঙ্গে হার্ট বার্নও হয়। যদি সমস্যা দুদিনের বেশি সময় ধরে থাকে। মলের রং কালো হয়। পেট জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যদি পেটে তীব্র ব্যথাও হয়, নির্দিষ্ট কোনও জায়গায়। বমি হয়। হঠাৎ করেই যদি ওজন অনেকটা কমে যায়। জ্বর আসে। যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, রাত জাগতে হয়।

যখন তখন পেট জ্বালা? বড় কোনও রোগের লক্ষণ নয় তো

যখন তখন পেট জ্বালা? বড় কোনও রোগের লক্ষণ নয় তো







# উদীয়ান বোসের মারকুটে শতকে জয়ের হ্যাটট্রিক ইউনাইটেড ফ্রেডসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। জয়ের হ্যাটট্রিক ইউনাইটেড ফ্রেডসের। পরপর দুই ম্যাচে পোলস্টার ও বিসিসি কে হারানোর পর আজ, বুধবার হারালো হার্ডহেড। তাও ২০১ রানের বিশাল ব্যবধানে। পরপর তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে ইউনাইটেড ফ্রেডস জয়ের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে

কোয়ার্টার ফাইনালে খেলাও নিশ্চিত করে নিয়েছে। খেলা ছিল এমবিবি স্টেডিয়ামে। বেলা সোয়া একটায় ম্যাচ শুরুতে টস দ্বিতীয় ইউনাইটেড ফ্রেডস প্রথমে ব্যাটिंगয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৮৭ রানের বিশাল পাহাড় গড়ে তোলে। মূল কারণের অবশ্য ওপেনার উদীয়ান বোস। উদীয়ানের দুর্দান্ত

ঝড়ে শতরান বেশ নজর করেছে। উদীয়ান ৪৭ বল খেলে নটি বাউন্ডারি ও ১৫টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৯ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, দীপক কৈফের ৯১ এবং রজত দে-র অপরাজিত ৩৫ রান উল্লেখ করার মতো। হার্ডহেড আকাশ কুমার সিং ২০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হার্ডে ৯ উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান সংগ্রহ

করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে পামির দেবনাথ সর্বাধিক ১৯ রান পায়। ইউনাইটেড ফ্রেডসের প্রিয়াংগু গৌতম ৭ রানে এবং ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ১৫ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং এর সৌজন্য স্বরূপ উদীয়ান বোস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

# ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটের খেতাবি লড়াইয়ে আজ সদরের দুই দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। মহারণ আজ। খেতাব দখলের লড়াইয়ে আজ মুমোমুহি হবে সদর 'এ' এবং 'বি' দল। রাজা অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে আজ সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। দুদলেই রয়েছে একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ফলে লড়াই হবে জমজমট। সেমিফাইনালে শক্তিশালী উদয়পুর মহকুমাকে পরাজিত করে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে সদর 'বি'-র ক্রিকেটাররা। অপরদিকে অর্পণ ভট্টাচার্য-রাও চাইছে বিপক্ষে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ট্রফি জয় করতে। দুদলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। দুদলের কোচই তাঁর অঙ্গদের শেষবার শান দিয়ে নেন। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে সদর 'এ'। এই আসর থেকেই রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা বাছাই করবে প্রতিভাবান ক্রিকেটার। জানা গেছে, প্রতিটি মহকুমা থেকে ৩ জন করে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বাছাই করে ২০ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। ফলে প্রতিটি ক্রিকেটারই চাইছে নিজেদের সেরাটা নিবুড়ে দিয়ে নির্বাচকদের নোটবুকে নাম তুলে নিতে।

# সমীরণ স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওল্ড প্লে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। দ্বিতীয় ম্যাচে এসে জয়ের মুখ দেখলো ও পি সি অর্থাৎ ওল্ড প্লে সেন্টার। পরাজিত করলো শতদল সঙ্ঘকে। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ও পি সি ৭ উইকেটে পরাজিত করে শতদল সঙ্ঘকে। দুর্দান্ত বল করে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের দীপেন বিশ্বাস। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৩ রান করে শতদল সঙ্ঘ। দুই ওপেনার ব্যর্থ হওয়ার পর দলকে টেনে তোলার যাবতীয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেন সশ্রীট সিনহা এবং ধর্মেশ চান্ডেল। তৃতীয় উইকেটে দুজন ৭৪ বল খেলে ৯৫ রান করে। ধর্মেশ ৫০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬ এবং সশ্রীট ৪৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ রান করেন।

# চলমানকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে কো:ফাইনাল নিশ্চিত স্কুলিঙ্গের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক স্কুলিঙ্গ ক্লাবের। পরপর দুই ম্যাচে মৌচাক ও ইউনাইটেড বিএসটি-কে হারানোর পর আজ, বুধবার হারালো চলমান সংঘকে। তাও ৩০ রানের বড় ব্যবধানে। পরপর তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে স্কুলিঙ্গ ক্লাব জয়ের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি গ্রুপ এ-র পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। অপরদিকে কোয়ার্টার

# পুরুষে মনিপুর, মহিলায় আসাম সেরা আয়োজন সফল এগিয়ে চলো সংঘের



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। প্রাইজমানি ওপেন কাবাডিতে মহিলা বিভাগে আসাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে ত্রিপুরার তেবান্দাল। পুরুষ বিভাগে মনিপুর পেয়েছে চ্যাম্পিয়ন খেতাব। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ৩৯-৪১ পয়েন্টে হেরে রানার্স খেতাবে সন্তোষ থাকতে হয়েছে আসাম দলকে। পূর্ববর্তের আমন্ত্রণ মূলক ওপেন প্রাইজমানি কাবাডি প্রতিযোগিতার আজ, অন্তিম দিন সকাল আটটা থেকে পুরুষ বিভাগের সেমিফাইনাল ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল এগিয়ে চলো সংঘ প্রাঙ্গণে। প্রথম সেমিফাইনালে আসাম দল ৫৪-২৬ পয়েন্টে এগিয়ে চল সংঘ দলকে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মনিপুর দল ৪৯-৩৮ পয়েন্টে সাউথ ত্রিপুরা দলকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় নেশালোকে অনুষ্ঠিত মহিলা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে আসাম দল ৩৮-৮ পয়েন্টে ত্রিপুরার তেইবান্দাল দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। আসাম আপ পুরস্কারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তেইবান্দাল দলকে। সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত পুরুষ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে মনিপুর বনাম আসাম। চরম উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে মনিপুর দল ৪১-৩৯ পয়েন্টের ব্যবধানে আসাম দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আজকের অন্তিম দিনে দলকে ভরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব গুলি ম্যাচই ছিল ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য খুব রোমাঞ্চকর। এই প্রতিযোগিতার প্রাইজ মানি ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৭ হাজার করা হয়েছে। সবশেষে চটায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে

উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ দল ৪২-৩৫ পয়েন্টে সাউথ ত্রিপুরা দলকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় নেশালোকে অনুষ্ঠিত মহিলা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে আসাম দল ৩৮-৮ পয়েন্টে ত্রিপুরার তেইবান্দাল দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। আসাম আপ পুরস্কারে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তেইবান্দাল দলকে। সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত পুরুষ বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে মনিপুর বনাম আসাম। চরম উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে মনিপুর দল ৪১-৩৯ পয়েন্টের ব্যবধানে আসাম দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আজকের অন্তিম দিনে দলকে ভরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সব গুলি ম্যাচই ছিল ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য খুব রোমাঞ্চকর। এই প্রতিযোগিতার প্রাইজ মানি ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৭ হাজার করা হয়েছে। সবশেষে চটায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি ও প্রাইজ মানি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব নিগমের ডেপুটি মেয়র শ্রীমতী মনিকা দাস দত্ত, বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্ম, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস ঘোষ, এগিয়ে চল সংঘের প্রাক্তন সভাপতি শঙ্কর ব্যানার্জি ও বর্ষীয়ান সদস্য অনিল দেবনাথ, এন্ড প্লেয়ার ফোরামের তরফে অপূ রায়, অরুণ রতন সাহা ও হলু পাল সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। তিন দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকল অতিথি, এন্ড প্লেয়ার ফোরাম এর কর্মকর্তা, এগিয়ে চল সংঘের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে মিডিয়া বন্ধু সহ যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

# অনূর্ধ্ব-১৭ আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বড়দোয়ালি-১৫৫/৩(২০) প্রণভানন্দ-১৫৬/১(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। নজর কাড়লো অভিজ্ঞা এবং অভিশা বর্ধন। সপ্ত শায়স্তিকা নমঃ দাস। প্রথমবার পশ্চিম জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকাদের স্কুল ক্রিকেটে। ড: বি আর আশ্বিন্দকর মাঠে উল্লেখ্যনীর দ্বিতীয় ম্যাচে ওই তিন ক্রিকেটার ব্যাট হাতে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নেয়। দ্বিতীয় উইকেটে ১০৫ রানের পার্টনারশীপ গড়ে রাণু দাসের

দলকে জয় এনে দেয় অভিজ্ঞা এবং অভিশা বর্ধন। এদিন দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুল ১৫৫ রান করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে। দলকে কার্যত একা টেনে নিয়ে যায় শায়স্তিকা নমঃ দাস। শায়স্তিকা ৬০ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬০ রান করে। এছাড়া দলের পক্ষে মেঘা চাকমা ৫৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির

সাহায্যে ২২ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় সর্বমোট ৬৩ রান। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই শ্রেয়শ্রী দাস চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর অভিজ্ঞা বর্ধন এবং অশ্বিতা রায় দ্বিতীয় স্কোরকে ৫১ রানে নিয়ে যায়। অশ্বিতা ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। এরপরই অভিজ্ঞার সঙ্গে রঞ্জে দাড়াইয় দলনায়িকা অভিশা বর্ধন। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এবং

দলকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দেয়। দুজনই দায়িত্বশীল ব্যাটিং করে কোচের ভরসাও জুগিয়ে নেয়। অভিজ্ঞা ৪১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রানে এবং অভিশা ৪৮ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে যায়। প্রণভানন্দ স্কুল ১৫৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

# আসাম রাইফেলসকে হারিয়ে আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। প্রথমবার আসরের উল্লেখ্যনীর ম্যাচে জয় পেলো বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়। ৪ উইকেটে পরাজিত করলো শক্তিশালী আসাম রাইফেলস স্কুলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবার পশ্চিম জেলা অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকাদের স্কুল ক্রিকেটে। প্রথমবার আসর হওয়ায় বালিকা ক্রিকেটারদের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এরই প্রভাব দেখা গেলো মাঠে। মোট ২৩৯ রানের মধ্যে অতিরিক্ত খাটতে আসে ১০৩ রান। এরমধ্যে আসাম রাইফেলস পায় ৭২ রান। ড: বি আর আশ্বিন্দকর মাঠে আসাম রাইফেলসের গড়া ১১৯ রানের জবাবে বিদ্যাসাগর স্কুল ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে অতিরিক্ত রানের কাঁধে ভর দিয়ে আসাম রাইফেলস স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত

খাতে সর্বাধিক পায় ৭২ রান। এছাড়া দলের পক্ষে পারমিতা হালাম ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অক্ষের রানে পা রাখতে পারেনি। বিদ্যাসাগর স্কুলের পক্ষে দলনায়িকা স্নেহা দেবনাথ (২/১৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১৯.১ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বিদ্যাসাগর স্কুল। দলের পক্ষে উইকেট রক্ষকে পুনমন্দিতা দেবনাথ ৩৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, দলনায়িকা স্নেহা দেবনাথ ৩২ বল

খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং ওপেনার ক্রিশা দাস ৩১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩১ রান। আসাম রাইফেলসের পক্ষে দলনায়িকা সুশ্মিতা বসাক (২/২০) এবং দ্বিতীয় অধিকারী (২/২১) সফল বোলার।

# ঘরোয়া টি-২০: ব্লাডমাউথকে হারিয়ে জয় অব্যাহত কসমোপলিটন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ এপ্রিল। বিফলে গেলো রণদীপ পালের ঝড়ে ইনিংস। দুর্দান্ত ব্যাট করলেও দলকে জয় এনে দিতে পারলেন না। আসরের প্রথম পরাজয়ের মুখ দেখলো ব্লাডমাউথ। অপরদিকে টানা

দ্বিতীয় জয় পেলো কসমোপলিটন ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কসমোপলিটন জয়লাভ করে ৩ উইকেটে। বুধবার

সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে কসমোপলিটন ক্লাব ১২৫ রান করতে সক্ষম হয়। ওপেনার অভিষেক শর্মা ছাড়া দলের কোনও ব্যাটসম্যানই তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। অভিষেক ২৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে নিনাদ কুমার ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ এবং দলনায়ক পল্লব দাস ১২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। ব্লাডমাউথের পক্ষে স্বরব সাহানি (২/১৩) এবং তুষার সাহা (২/২৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাডমাউথ নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রণদীপ পাল ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ (অপ:), স্বপন দাস ২৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, রাহুল হুসেন ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং কৌশল আচার্য ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। কসমোপলিটনের পক্ষে দেবপ্রসাদ সিনহা (২/১৭) এবং চন্দন রায় (২/২৭) সফল বোলার।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-02/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, Dt.03.04.2023**

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-8 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 17/04/2023 for 03 (three) nos hiring of yehicles. For details visit website- <https://Aripuratenders.gov.in> and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible  
Executive Engineer  
Teliamura Division  
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-050-23

---

**CORRIGENDUM**  
No.F.14(77)/EE/MN P/PWD/-to Date: 05/04/2023.

i. PNleT No:- 88/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23, Date: 09/03/2023.  
ii. DNleT No:- 139/CE/PWD(R&B)/SE (P&DU)/2022-23.

Please find the earnest money of amount Rs.0.00 (Zero) instead of Rs.26,68,698.00 while submitting tender through online and pay the full amount of earnest money Rs. 26,68,698.00 using any of the offline payment instrument as indicated in DNIT for the above mentioned PNIT and DNIT which was circulated on 09/03/2023 vide memo no.14(77)/EE/MNP/PWD/8396-8465, dt.09/03/2023.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)  
Executive Engineer  
Mohanpur Division, PWD(R&B)  
Mohanpur, West Tripura.

ICA/C-050/23

---

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 01/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24, Dated:-01-04-2023**

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 17-04-2023 for the following works:-

1. DNIT NO:- 01/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
2. DNIT NO:- 02/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.
3. DNIT NO:- 03/EE/MCD/PWD(R&B)/2023-24.

For details visit website <https://tripuratenders.gov.in> and contact at 9436131244 (M) / 7005353321 (M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer  
Medical College Division, PWD(R&B)  
Kunjaban, Agartala.

ICA/C-047/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

# উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন  
নতুন ধারায়

## রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন  
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১  
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০  
ই-মেল : [rainbowprintingworks@gmail.com](mailto:rainbowprintingworks@gmail.com)

